কালের কণ্ঠ

26 OCT 2013

কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি

রাষ্ট্র ও সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় তো!

দেশে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনদের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। অন্যদিকে একটি শিক্ষা আইনও প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ও প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট—দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার পাশাপাশি সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা ও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ও প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন, উভয় ক্ষেত্রেই বলা আছে—'শিক্ষা স্তর ও ধারা নির্বিশেষে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে (যেমন প্রশাসনিক ও ভৌত কাঠামো, ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা, ছাত্র বেতন ও শিক্ষক পারিশ্রমিক ইত্যাদি) যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে। এর আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতিবছর বহির্নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষিত হতে হবে।' এই নিয়মের মধ্যে থেকেই সাধারণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একটি নিয়মের মধ্যে থাকতে হয়। সরকারের শর্ত মেনেই চলতে হয় সাধারণ শিক্ষার সব প্রতিষ্ঠানকে। কিন্তু সরকার কওমি মাদ্রাসার জন্য যে নিয়ম করতে যাচ্ছে, তাতে কওমি মাদ্রাসার শর্ত মেনে নিচ্ছে সরকার, যাকে এক অর্থে বলা যেতে পারে কওমি মাদ্রাসার কাছে নতিস্বীকার। কওমিদের শর্ত মেনে 'কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ' গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। নির্বাচনের আগে ভোটের রাজনীতির খেলায় হয়তো সেটা অনুমোদন পেয়েও যাবে। কিন্তু তাতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে নৈরাজ্য দেখা দেবে, সেটা ভেবে দেখা দরকার। কিছু শর্ত মেনে সরকার কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো হচ্ছে—কওমি মাদ্রাসা কখনো এমপিওভুক্ত হবে না; কোনো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। প্রচলিত কওমি মাদ্রাসা বোর্ডগুলো তাদের নিজ নিজ বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা চলবে না। শর্ত মানার পাশাপাশি রয়েছে দুর্বলতাও। কওমি মাদ্রাসাগুলোয় সরকারের ন্যূনতম সম্পৃক্ততা, তদারকি বা মনিটরিংয়ের সুযোগ রাখা হয়নি, এমনকি রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা কিংবা সংবিধানের বাধ্যবাধকতা মেনে চলার কথাও কোথাও বলা হয়নি। অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান ও অস্তিত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, এমন কিছু কওমি মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে থাকলেও তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। মাদ্রাসা শিক্ষার নামে যদি স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ করে দেওয়া হয়, সেটা হবে জাতির জন্য আত্মঘাতী।